DEC. 04 2001

ছাত্র রাজনীতি

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রবিবার জাতীয় সংসদে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করিবার ঘোষণা দিয়াছেন। বিষয়টিতে আনন্দের ছাপ নাই, আছে পরিতাপ ও মর্মবেদনা। মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই সন্ত্রাসের সহিত সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তিনি নিজ দলের ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির নামে যাহা ঘটিতেছে, উহাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলেই ব্যথিত, শংকিত। ইহাতে আমাদের ছাত্র আন্দোলনের সুমহান ঐতিহ্য ও মহিমার লেশমাত্র নাই। ছাত্র সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণের বিষয়টিও উপেক্ষিত। সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দলীয় রাজনীতির শৃঙ্খলে বন্দি ছাত্র সমাজের জন্য অমঙ্গল ও ক্ষতির কারণ হইয়া উঠা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে হিংসা, হানাহানি ও সন্ত্রাসনির্ভর-ছাত্র রাজনীতির এক ভয়াল রূপই দেশবাসী প্রত্যক্ষ করিতেছে। শিক্ষাজীবন সুশৃঙ্খল ও নির্বিঘ্ন করিবার পরিবর্তে যেন উহার লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে ক্যাম্পাসে পেশিশক্তির সাহায্যে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে মূল রাজনৈতিক দলের স্বার্থ হাসিল। একই সঙ্গে সমানতালে চলিতেছে হল-হোস্টেল দখল, টেন্ডার ও চাঁদাবাজি। যে সর্বগ্রাসী নকল প্রবণতায় শিক্ষার ভবিষ্যৎ লইয়া সর্বমহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, বর্তমান ধারার ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব উহা প্রতিরোধে শুধু দুঃখজনকভাবে নীরবই নয়, বরং পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহে নকলের পক্ষে এমনকি প্রতিপক্ষ সংগঠনসমূহের মধ্যে বিরল ঐক্য ও সহমর্মিতাও দৃশ্যমান। ইহা অনস্বীকার্য যে, মাথা ব্যথার নিরাময় মাথা কাটিয়া ফেলার কথা ভাবা যায় না। কিন্তু ইহাও সত্য যে, মেধাবী, নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাবান নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের মূল নেতৃত্বের ঘোষণা বাস্তবায়নে আদৌ আন্তরিকতা ছিল বলিয়া মনে হয় নাই। বিবাহিত ও অছাত্রদের সংগঠনে স্থান হইবে না, এমন পুনঃ পুনঃ ঘোষণার বিপরীতে বাস্তবতা হইল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের পদগুলিতে এমন অনেককে দেখা যাইতেছে যাহারা অনেক আগেই শিক্ষাজীবন শেষ করিয়া সংসারী হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও এমনকি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে পা রাখিবার ন্যূনতম যোগ্যতাটুকুও নাই। পরিহাসের বিষয় তাহারাই ছাত্র আন্দোলনের ওপর কর্তৃত্ব করিতেছে। অনেকেই এই পথ ধরিয়া স্থান লইতেছে রাজনৈতিক দলে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের গৌরবময় দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়া যাহারা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে মত দেন তাহাদের অনুভূতি উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু দুই সময়ের প্রেক্ষাপট যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, উহাও অনস্বীকার্য। সেই সময়ে রাজনীতিতে আমজনতার সংশ্লিষ্টতা কম ছিল, শাসক শ্রেণীর নিষ্ঠুর দমননীতির কারণে রাজনৈতিক দলগুলিও সংগঠিতভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতে পারে নাই। এই অসহনীয় অবস্থায় ছাত্রসমাজ রাজনৈতিক অঙ্গনে সাহসী ভূমিকা পালন করিয়া জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়। মেধাবী ও উদ্যমী ছাত্ররাই তখন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে আসীন হইত। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন সংগঠন প্রার্থী মনোনয়ন করিত মেধা তালিকা দেখিয়া। পরবর্তীকালে আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন দেশে প্রশাসনসহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসমূহে তাহাদের অনেককেই অগ্রণী ভূমিকায় দেখা যায়। ছাত্র রাজনীতি কলুষতামুক্ত হউক, সুমহান ঐতিহ্যের ধারায় ফের উত্তরণ ঘটুক, ইহাই প্রত্যাশিত। শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ ধারার ছাত্র আন্দোলন ক্রিয়াশীল থাকা প্রয়োজন, ইহাতে দ্বিমত করা যায় না। তবে বর্তমানে ছাত্র আন্দোলনের নামে যাহা চলিতেছে উহার দ্রুত অবসান প্রয়োজন, এই মত আমরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করিবার মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য জাতীয় সংসদে আলোচনার কথা বলিয়াছেন। একতরফা উদ্যোগ কিংবা প্রশাসনিক হুকুমের পরিবর্তে এই বিষয়ে রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমঝোতাই কাঙ্ক্ষিত। সকলে একমত হইলে নিষিদ্ধ না হউক, অন্তত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাত্র রাজনীতি স্থগিত করা যাইতে পারে। তবে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হইল, অথচ অস্বচ্ছ সন্ত্রাসনির্ভর এই ধারার সহিত জড়িতদের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার চলিতে থাকিল, এমন পরিস্থিতি কাম্য নয়। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের কোনক্রমেই মূল দল কিংবা অঙ্গসংগঠনে পুনর্বাসন না করার প্রশ্নে থাকা চাই আন্তরিক সমঝোতা। মোট কথা ছাত্র রাজনীতির নামে দেশের নানা স্থানে যে অরাজকতা চলিতেছে, আমরা চাই উহার আশু অবসান। ছাত্র সমাজ তাহাদের মেধা, সৃজনশীল ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ড দ্বারা অতীতের মতোই দেশবাসীর চিত্ত জয় করিবে, ইহাই আমরা দেখিতে চাই।